الرحمان علم القران

فتاوي رحمانيه

# ফতোয়ায়ে রহমানিয়া

## ছামা বা গান-বাদ্য
## জায়েজ হইবার দলিল

প্রকাশনায় :—
শাহ্‌জাদায়ে গাউছুল আযম, শাহ্‌ছুফী মাওলানা
আল সৈয়দ মঈন উদ্দিন আহম্মদ
আলহাছানী, মাইজভাণ্ডারী।

লেখক :
*মুফ্‌তিয়ে আযম মোফাচ্ছেরে কোআন*
*মাওলানা আবু তাহের সুলতান আহম্মদ*
গ্রাম—রামপুর, ডাকঘর—শিলমুড়ী, কুমিল্লা।

প্রথম প্রকাশ : ১৫ই জুন, ১৯৭৬ ইং, ১লা আষাঢ়, ১৩৮৩ বাং।

*প্রাপ্তি স্থান :*

১। শাহজাদায়ে গাউছুল আযম শাহছুফী মাওলানা আল সৈয়দ মঈন উদ্দিন আহম্মদ আলহাছানী মাইজভাণ্ডারী "রহমান মঞ্জিল" ডাকঘর—মাইজ ভাণ্ডার শরীফ, চট্টগ্রাম।

২। শাহজাদায়ে গাউছুল আযম শাহছুফী মাওলানা আল সৈয়দ মঈন উদ্দিন আহম্মদ আলহাছানী মাইজভাণ্ডারী, "মাইজভাণ্ডার মঞ্জিল" মুকবুল সওদাগর লেইন, ডাকঘর—চকবাজার, চট্টগ্রাম।

৩। মোঃ নুরুজ্জামান
কে, পি ট্রেডিং কোঃ
১২৬ নং নিউ এয়ার পোর্ট রোড—ঢাকা
ফোন : ৩১২২৪৪

৪। মোঃ মজিবুর রহমান
লাভলী হাউজ
৬২, এ নিউ ইস্কাটন রোড ঢাকা
ফোন : ২৮১০০৮

৫। মোঃ নুরুল ইসলাম সরকার
৬০।৩৬ ধলপুর (উত্তর)
ডাকঘর ফরিদাবাদ থানা তেজগাঁও
জেলা ঢাকা

# মুখবন্ধ

ইসলাম বিশ্ববাসীর জন্য এক উত্তম জীবন দর্শণ এবং একটী পরিপূর্ণ আদর্শ সংবিধান। এই ধর্মের অর্থই হল আল্লাহ্‌র নিকট আত্মানিবেদন বা সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার। সৃষ্টি কর্ত্তার প্রতি এই আনুগত্য মাধ্যাকর্ষনের ন্যায় সমস্ত বিশ্বে বিদ্যমান। এই ধর্ম আল্লহ্‌তায়ালা তাঁর প্রিয় মাহ্‌বুব হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) এর মাধ্যমে জগতে প্রেরণ করেন। ইসলামের আবির্ভাবের সূচনাতেই মুসলমানদের মধ্যে দুনিয়ার ভোগ বিলাস ত্যাগ করে গভীর ধ্যান ও উপসনা দ্বারা খোদা রাসুলের দীদার বা অনুগ্রহ লাভের প্রবনতা পরিদৃষ্ট হয়। হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এর তিরোধানের পরে ও বহু নায়েবে রাছুল ও সাধকগণ আল্লাহ ও তাঁর মাহবুব রাসুল করিম (দঃ) এর মধ্যকার নিগুঢ় রহস্য উদঘাটনে তাঁরা খোদাতে বিলীন হইয়া যায়। খোদার সাথে মানবাত্মার মহামিলনই হল শেষ মিলন।

মহানবী (দঃ) বলিয়াছেন—"আল্লাহ্‌ বলেন আমার জমিন এবং আস্‌মান আমাকে ধারণ করতে পারে না—করতে পারে একমাত্র বিশ্ববাসীর প্রাণ।"

"আমি ছিলাম এক গুপ্ত সম্পদ এবং আমি ইচ্ছা করিয়াছিলাম পরিচিত হওয়ার জন্য পরিচিত হওয়ার জন্যই আমি সৃষ্ট জগত সৃষ্টি করিয়াছি।" আল্লাহ এবং রাসুলের এসব বাণীর পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্টি ও স্রষ্টার সম্পর্ক এবং খোদার সাথে মানবাত্মার মহামিলন ইত্যাদি আধ্যাত্মিক রহস্য উদঘাটনে সাধকগণ তাহাদের সকল প্রকার সাধনা দ্বারা ও দিব্য জ্ঞান দ্বারা তাঁরা খোদার জ্যোতির

# প্রশংসা পত্র

পূর্ব জগতের গাউছুল আযম হিসাবে কুতুবে রাব্বানী মাহবুবে ইয়াজদানী গাউছুল আযম মাইজভাণ্ডারী হজরত শাহ্ ছুফী মাওলানা আল্ ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) প্রথমে আহম্মদি বেলায়েত ক্ষমতায় চট্টগ্রামের মাইজভাণ্ডার শরীফে একজন বিশ্বজনীন পীরে ফায়াল মুক্ত যুগ নায়ক। তাঁহার ইনতেকালের পরেই গাউছুল আযম হিসাবে কুতুবে রাব্বানী মাহবুবে ইয়াজদানী গাউছুল আযম মাইজভাণ্ডারী শাহ্ছুফী মাওলানা আল ছৈয়দ গোলাম রহমান প্রকাশ বাবা ভাণ্ডারী তাঁহার প্রবর্তিত ছুফী সাধনা (যাহা ত্বরিকায়ে রহমানিয়া মোজাদ্দদিয়া ভাণ্ডারিয়া নামে পরিচিত) দ্বারা নানা প্রকার যুগ উপযোগী সবল কৌশলী ভাবধারা, কার্য্য ও রিতিনীতি দ্বারা মানব জাতিকে আল্লার প্রেম পথের সন্ধান দান করিয়াছেন।

এই ত্বরিকার ভক্তগণ ত্বরিকার অন্যান্য কাজ ছাড়াও বিশেষ এক গান বাজনার মাধ্যমে নিজদেরকে আল্লাহর এসক্ বা প্রেমে নিমগ্ন করিয়া তাহাদের ভক্তি নিবেদন করিয়া থাকেন। ইহাতে তাহাদের আধ্যাত্মিক সাধনা সিদ্ধ লাভের পথ সুগম হয়। তাহারা গানের মাধ্যমে আল্লাহর প্রেম ও ভক্তি মর্গের সমন্বয় সাধন করিতে প্রয়াস পান। এই বিশেষ ধরনের গানকে তাহারা পবিত্র ও নিস্কলুস বলিয়া মনে করেন এবং ইহা দ্বারা আধ্যাত্মিক সাধনায় চিত্তনিবেদন সহজতর হয় বলিয়া অসীমের সহিত সসীমের যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

এই ত্বরিকায় প্রচলিত গান বাজনা সমন্ধে নানাবিধ ভুল ধারনা ও বিভিন্ন মতামত প্রচলিত আছে। অনেকে এই ধরনের গান বাজনাকে না জায়েজ বলিয়া মনে করেন। প্রচলিত ধারনার অবসান কল্পে, এই ধরনের গান বাজনা ধর্মীয় মতে জায়েজ সম্বন্ধে বিশ্লেষণ দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। ফতোয়ায়ে রহমানিয়া (গান বাদ্য জায়েজ হইবার দলিল) বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে এই বিষয়টির সঠিক ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হইয়াছে। এই ফতোয়া প্রকাশ হওয়ার পর সকল প্রকার ভ্রান্ত ধারনার অবসান হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

শাহ্জাদায়ে গাউছুল আযম, শাহ্ সুফী মাওলানা আল ছৈয়দ মঈন উদ্দিন আহ্মদ আল হাছানী মাইজ ভাণ্ডারী সাহেব ফতোয়ায়ে রহমানিয়া (ছামা বা গান-বাদ্য জায়েজ হইবার দলিল) প্রকাশ করার উদ্দ্যোগ নিয়া সত্যিকার প্রশংসনীয় কাজ করিয়াছেন। এই ফতোয়া গান বাদ্য জায়েজ হওয়ার সঠিক দলিল হিসাবে ছহি হাদিস ও মোফাচ্ছরের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা নির্ভর যোগ্য সঠিক দলিল। সেখুল হাদিস।

মাওলানা আলী আকবর রিজভী,
ময়মনসিংহ।

فتاوي رحمانية

# ফতোয়ায়ে রহমানিয়া

## ছামা

### গান বাদ্য নৃত্য জায়েজ হইবার দলিল

مسئلہ در مقدمہ سرود و غنا و لوازم الدف روایات حنفیہ مختلف آمدہ -

اما ارجح و اقوی من حیث الدلائل و مطابقۃ الاحادیث الکثیرۃ المشہورۃ فی الکتب المعتبرۃ ہمین است کہ سرود و غنا مجرد از مزامیر مباح است و دف از جملہ مزامیر مستثنے است زیرا کہ سماع آن از آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بطریق صحیحہ ثابت شدہ پس عالم محقق را باید کہ بر ہمیں روایات فتوی دہد اولیاء اللہ خصوصاً کبار چشتیہ سماع ہمیں غنا فرمودہ اند -

ছামা বা গান বাজনা বাদ্যযন্ত্র তুফ সহকারে হানাফী মজহাবে বিভিন্ন মতামত রহিয়াছে। তবে খুব শক্ত ছহী ও মজবুত দলীল অনুসারে এবং বিখ্যাত মশহুর অনেক হাদিছের রেওয়াত অনুপাতে ও মোতাবের কিতাবের ফতোয়া মতে এই যে গান বাদ্য নৃত্য ছামা শ্রবণ করা হযরত রাসুল করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়াছাল্লাম হইতে বিলকুল ছহি ও সঠিক প্রমাণ রহিয়াছে। সুতরাং মোহাক্কেক ও বিজ্ঞ আলেম এবং মুফ্‌তী গণের জন্য উচিৎ এই রেওয়ায়েত ও বর্ণনা অনুযামী যেন তাহারা ( সরলমনা জন সাধারণ মোসলমানের নিকট ) তাহাদের ফতোয়া পেশ করেন।

হযরত আল্লামা মোহাদ্দেছ আবদুল আজিজ দেহলভী—তাঁহার নিজস্ব কিতাব ফতোয়া যে অজিজিয়ায় কোন কোন সময় এবং কি ভাবে কোথায় ছামা বা গান বাজনা নৃত্য করিবে তাহার একটি তালিকা কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

আজিজিয়ার ৫৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে,

وفی البدائع والصنائع فی اوقات السرور تاکیدًا لا سرور مبیحًا لہ مباح اذا کان ذلک السرور مباحًا لغناء فی ایام العید وفی العرس وفی وقت قدوم الغائب وقت الولیمۃ والعقیقۃ وعند ولادۃ الولد وعند ختانہ وعند حفظ القرآن انتہے ۱۲

যে কোন খুশীর সময় গান বাদ্য নৃত্য বা ছামা করিবে। খুশী আনন্দঅনুষ্ঠানগুলী জায়েজ খুশী ও আনন্দঅনুষ্ঠান হইতে হইবে। যেমন রোজার ঈদের দিন ও কোরবাণীর ঈদের দিন গান বাদ্য নৃত্য করা, জন্ম ও মৃত্যু ওরুশ মোবারক উপলক্ষে গান বাদ্য নৃত্য করা, যে কোন নূতন মেহমান বিদেশ হইতে আসিলে ও সম্মানী ব্যক্তির শুভাগমনে নৃত্য বাদ্য করা, বিবাহের অলিমাতে বাদ্য নৃত্য করা, ছেলে মেয়েদের আকীকার সময় গান বাদ্য নৃত্য করা, ছেলেমেয়ে জন্ম গ্রহণ ও জন্মোৎসবে ছামা বা গান বাজনা নৃত্য করা, ছেলের মোসলমানী বা খতনার দিন ও খতনার উৎসবে নৃত্য গান বাজনা করা এবং ( ছেলেকে মক্তবে ও হেফ্‌জ খানায় পড়ার জন্য দেওয়ার কালে গান বাদ্য নৃত্য করিয়া মক্তবে ও হেফজ খানায় দেওয়া ) কোরআন শরীফ হেফ্‌জ শেষ হওয়ার দিনে ছামা করা।



দিল্লীর বিখ্যাত ও বিজ্ঞ আলেম এবং মুফ্‌তী মোহাদ্দেছ আল্লামা আবদুল আজিজ দেহলভী তাঁহার নিজস্ব ফতোয়ায়ে আজিজিয়ার ৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।

হজরতুল্ আল্লাম আল্‌হাজ্জ গাজী আল্ সৈয়দ মোহাম্মদ আজিজুল হক শেরে বাংলা—আল্‌কাদেরী খালীফায়ে আজম হজরতুল্ হাজ্জ আল্লামা মোজাহেদে আজম আল সৈয়দ আবদুল হামিদ আল্‌-বোগ্‌দাদী জিলানী আল্‌হাচানী ওয়াল হোছাইনী আজহরী রহমতে রাব্বিল্ বারী চট্টগ্রাম শরীফ। তাহার নিজস্ব কিতাব দেওয়ানে আজিজের ১৬৮ পৃষ্ঠায় গান বাদ্য নিত্য ছামা জায়েজ হইবার অকাট্য দলিল সহ্‌কারে বর্ণনা করেন। যথা ঃ—

دریا حکم سماع

غب این حکم سماع سازم بیان

* مختلف اخبار آمد اند آن

یک جماعت برجواز رفتہ اند

از صحابہ کہ عماد دین اند

شیخ عبد الحق محدث دھلوی (رح)

در مدارج ذکر کردہ اے اخی

برجواز داد فتوی سید عبد الغنی (رح)

ان بایضاح الولالات شد مسمی ای اخی

ھم بتر ضیحات پھیہ یک نظر کن ای جوان

ھم شواھر برجوازش خود بنی بیکراں

تا نباشی از گروہ مانعین

ھم عوارف المعارف را بین

در کتاب جاء الحق امد چناں

این دلائل یاد گیر اے نوجوان

ওস্তাদ আলহাজ্জ আল্লামা মুফ্‌তি আহ্‌মদ ইয়ার খান সাহেব তাহার নিজস্ব জায়াল হাক্ব কিতাবে— গান বাজনা জায়েজ হইবার ফতোয়া দিয়াছেন।

আল্লামা ঈমাম গাজ্জালী (রাঃ) তাহার নিজস্ব কিতাব এহইয়াউল উলুম কিতাবে ছামা গান বাজনার বিস্তারিত বর্ণনার পর গান বাজনা জায়েজ হইবার ফতোয়া দিয়াছেন। গান বাজনা জায়েজ হইবার দলিল ফতোয়ায়ে শামী এবং মোলতাকা কিতাবে তদোপরি ফতোয়া যে তাতার খানীয়াতে বিস্তারিত লিখিয়াছেন। মীমাংসা হইল এই যে—ছালেকদের জন্য ছয় (৬) সর্তের সহিত ছুফীয়ায়ে কেরাম গান বাজনা ছামা করিতে পারিবেন। এই জমানায় সাধারণ লোকের জন্য গান বাজনা করা জায়েজ নহে বরং যাহারা পীরের মুরিদ তারিকা ভক্ত তাহাদের জন্য গান বাদ্য ছামা করা জায়েজ বটে। হজরত আল্লামা মোল্লাজিউন তাহার নিজস্ব কিতাব তফ্‌সিরে আহ্‌মদিতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।"

حدیث نمبر (۲) تفسیر احمدي شریف صفحه ۶۰۲

(۱) عَنْ اَنَسٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَنْزَلَ جِبْرَائِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ فُقَرَاءَ اُمَّتِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْاَغْنِيَاءِ بِنِصْفِ يَوْمٍ وَهُوَ خَمْسُ مِائَةِ عَامٍ فَفَرِحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَفِيْكُمْ مَنْ يُنْشِدُنَا قَالَ بَدَوِيٌّ نَعَمْ اَتَانَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى



برجوازش رفت غزالی (رح) همین
در کتاب احیاء العلوم نظر کن اي اخی
طائفه برحرامش رفته اند
با ادلّه که دارند خرمند
فتوي شامی به پی هم ملتقی
نیز تاتارخانیه ای باصفا
فیصله بشنوازپی پس اے جوان
بمانی از تعدی برامان
باشروط سته گر همراه بود
قرد سالک بے شبه جائز بود
لیک رخصت نه عموماً ایں زمان
مدعئی اهل چوں شد هرکساں
ایں تفسیر احمدی مسطوردان
طالب حق را چناں سازم بیاں
— از علامه غازي سید عزیز الحق (رح) شر بنگاله
(چاتگام سریف)
دیوان عزیز— صفحه ۶۸، جلد (۱)

অর্থাৎ ছামা বা গান বাজনা শ্রবণ করা রাসুলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের এক জমায়েত ছাহাবী হইতে প্রমাণ রহিয়াছে। হজরত আল্লামা আবদুল হক মোহাদ্দেছ দেহ্‌লভী মাদারে জুন্নবুয়ত কিতাবে ছামা গান্ বাজ্‌না জায়েজ লিখিয়াছেন। হজরত আল্লামা আবদুল গণা নাবেলেছী ওস্তাজে শামী তাহার নিজস্ব ইজাহুদ্দালালাত কিতাবে— ছামা গান বাজনা জায়েজ হইবার ফতোয়া দিয়াছেন। হজরত আল্লামা আবদুল গণী নাবেলেছীর ফতোয়া খানা দেখিয়া আপনাদের মনের দুর্বলতা দূর করুন। যাহারা গান বাজনা না জায়েজ বলিতে চান তাহারা যেন আওয়ারেফুল মায়ারেফ কিতাব খানা দেখিয়া নিজের ঈমান শক্ত করেন। আমার

তফ্‌ছিরে আহ্‌মদী শরীফের ৬০২ পৃষ্ঠা হজরত আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত একদা আমরা হজরত নবী করিম (দঃ) এর খেদ্‌মতে উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ হজরত জিব্‌রাইল (আঃ) অবতরণ-পূর্ব্বক বলিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ আপনার গরীব উম্মতগণ ধনাঢ্য উম্মত-গণের অর্দ্ধ দিবস ( অর্থাৎ তাহা বর্ত্তমান কালের এজগতের পাঁচশত বৎসর ) পূর্ব্বে বেহেশ্‌ত প্রবেশ করিবেন। এদত শ্রবণে হজরত রাসুল করিম (ছঃ) অতিশয় আনন্দিত হইয়া বলিলেন— তোমাদের মধ্যে কেহ্‌ আছে যে আমাকে গান করিয়া শুনাইতে পারে? তখন বদবী বলিলেন এয়া রাসুলাল্লাহ্‌ আমি আছি। হজরত রাসুল করিম (ছঃ) বলিলেন—তবে গাও তৎপর বদবী এই গানটি গাহিলেন।

দংশিয়াছে প্রেম সর্প হৃদয় আমার
নাহিক ডাক্তার আর নাহি মন্ত্র কার।
কিন্তু মন প্রাণ নিধি সকাশে যাহার
দাওয়াই আর মন্ত্র মোর আছে আনিবার ।।

এই গান শুনিয়া রাসুলুল্লাহ ( ছঃ ) ভাবান্বীত হইয়া নাচিতে লাগিলেন এবং শিশ্যগণও নাচিতে লাগিলেন। এমন কি নাচিতে নাচিতে রাসুলুল্লার কাঁন্ধ হইতে চাদর মোবারক পড়িয়াগেলেন। যখন এই মহাআনন্দ পবিত্র নৃত্য সমাপ্ত হইল, তখন সকল ছাহাবাগণ নিজ নিজ স্থানে আসিয়া পড়িলেন। হজরত আবু ছুফিয়ানের পুত্র হজরত মাবিয়া (রাঃ) বলিয়া উঠিলেন ইয়া রাসুলুল্লাহ্‌ আপনার নাচ খেলা খুবই সুন্দর। প্রতি উত্তরে তিনি বলিলেন—"যে কেহ্‌ প্রিয়তম স্বরণের গানে বিচলিত না হয় সে করিম (ভদ্র) নহে।" পরে হজরত রাসুলেখোদা তাঁহার স্বীয় চাদর মোবারক ৪০০ চারশত টুক্‌রা করিয়া উপস্থিত শিশ্যগণের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন। ইহাতে বুঝা গেল হজরত রাসুলে খোদা তাঁহার ৪০০ চারশত ছাহাবী সহ্‌কারে রকৃচ নৃত্য করিয়াছিলেন। উপরোক্ত হাদিছ শরীফ ছনদের সহিত যেইরূপ পাইলাম, সেইরূপ বর্ণনা করিয়া লিখিলাম। উক্ত



اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَاتِ فَاَنْشَدَ الْبَدَوِيُّ شعر-

قَدْ لَسَعَتْ حَبَّةُ الْهَوٰى كَبِدِيْ

فَلَا طَبِيْبَ لَهَا وَلَا رَاقِ

اِلَّا الْحَبِيْبَ الَّذِيْ شَغَفْتُ بِهٖ

فَعِنْدَهٗ رُقْيَتِيْ وَتِرْيَاقِيْ

فَتَوَاجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَوَاجَدَ اَلْاَصْحَابُ مَعَهٗ حَتّٰى سَقَطَ رِدَاءُهٗ عَنْ مَنْكِبَيْهِ فَلَمَّا فَرَغُوْا اَوْ اَيُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَكَانَهٗ قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ اَبِيْ سُفْيَانَ مَا اَحْسَنَ لَعِبَكُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ يَا مُعَاوِيَةُ لَيْسَ بِكَرِيْمٍ مَنْ لَمْ يَهْتَزَّ عِنْدَ سَمَاعِ ذِكْرِ الْحَبِيْبِ ثُمَّ قَسَمَ رِدَاءَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى مَنْ حَضَرَ هُمْ بِاَرْبَعْمِائَةِ قِطْعَةٍ وَهٰذَا الْحَدِيْثُ اَوْرَدْنَاهُ مُسْنَدًا كَمَا سَمِعْنَاهُ وَوَجَدْنَاهُ-

وَعِنْدَ خَتَانِهِ وَعِنْدَ حِفْظِهِ الْقُرْآنَ الْعَزِيزَ۔

(এহ্‌ ইয়াউল্‌ উলুম ২য় খণ্ড ২৪৪ পৃঃ)

"আনন্দ উৎসব সমূহে ছামা বা গান, বাদ্য নৃত্য আনন্দ খুশীকে বৃদ্ধি ও উৎসাহিত করিয়া তোলে। যদি আনন্দ উৎসবগুলী মোবাহ্‌ জায়েজ হয়, তবে ছামা ও মোবাহ্‌ জায়েজ হইবে। যথা ঈদুল ফেতেরের দিনে কোরবানী ঈদের দিনে, ওলীগণের ওরুশ মোবারকে, ও বাড়ীতে বহু দিনের পর আগমনের দিনে, বিবাহের অলীমা ও ছেলে মেয়ের আকিকার দিনে— এবং ছেলে মেয়ের জন্ম উৎসবে এবং খত্‌না ও কোরান শরীফ হেফ্‌জ শেষ হইবার দিনে ছামা বা গান, বাদ্য নৃত্য করিবে।" (এহ্‌ ইয়াউল্‌ উলুম)

احياء العلوم جلد ٢ صـ ٢٣٧

للامام الغزالى رضى الله عنه

وَنَقَلَ اَبُوْطَالِبُ الْمَكِّىْ اِبَاحَةَ السَّمَاعِ عَنْ جَمَاعَةٍ

فَقَالَ سَمِعَ مِنَ الصَّحَابَةِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ

بْنِ زُبَيْرٍ وَالْمُغِيْرَةُ بْنِ شُعْبَةَ وَمُعَاوِيَةَ وَغَيْرِهِمْ

وَقَالَ قَدْ فَعَلَ ذٰلِكَ كَثِيْرٌ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ صَحَابِىٌّ

وَتَابِعٌ بِاِحْسَانٍ وَقَالَ لَمْ يَزَلِ الْحِجَازِيُّوْنَ عِنْدَنَا

بِمَكَّةَ يَسْمَعُوْنَ السَّمَاعَ فِىْ اَفْضَلِ اَيَّامِ السَّنَةِ وَهِىَ الْاَيَّامُ



হাদিছ শরীফ ছহী হাদিছ বলিয়া, হাদিছ তত্ত্ববীদগণ আলোচনা করিয়াছেন।

(তফ্‌ছিরে আহ্‌মদী শরীফ)

احياء العلوم (٢) صفحة ٢٤٣ جلد .(٢)

وَمَنْ لَمْ يُحَرِّكْهُ السَّمَاعُ فَهُوَ نَاقِصٌ مَائِلٌ عَنِ

الْاِعْتِدَالِ بَعِيْدٌ عَنِ الرُّوْحَانِيَّةِ زَائِدٌ فِىْ غِلَظِ الطَّبْعِ

وَكَثَافَتِهِ عَلَى الْجَمَادِ وَالطُّيُوْرِ بَلْ عَلَى جَمِيْعِ الْبَهَائِمِ ،،اه،،

(এহ্‌ ইয়াউল্‌ উলুম ২য় খণ্ড ২৪৩ পৃঃ)

যাহার অন্তরকে ছামা গান বাদ্য আকৃষ্ট না করে, সে অতিশয় বেএন্‌ছাফ নিচ স্বভাব লোক, রূহানীয়াত হইতে বঞ্চিত ও কুচরিত্র বিশিষ্ট, অনির্ম্মল অন্তর উষ্ট্র ও পাখী সমূহ হইতে নিকৃষ্টতম। বরং যাবতীয় পশু হইতেও ঘৃণিত।"

احياء العلوم جلد ٢ صـ ٢٣٤

اَلسَّمَاعُ فِىْ اَوْقَاتِ السُّرُوْرِ تَاْكِيْدًا لِلسُّرُوْرِ وَتَهْيِيْجًا

لَهُ وَهُوَ مُبَاحٌ اِنْ كَانَ ذَالِكَ السُّرُوْرُ مُبَاحًا كَالْغِنَاءِ

فِىْ اَيَّامِ الْعِيْدِ وَفِى الْعُرْسِ وَفِىْ وَقْتِ قُدُوْمِ الْغَائِبِ

وَفِىْ وَقْتِ الْوَلِيْمَةِ وَالْعَقِيْقَةِ وَعِنْدَ وِلَادَةِ الْمَوْلُوْدِ

اللّٰهِ هَلْ تُنْكِرُوْنَ مِنْ هٰذَا السَّمَاعِ شَيْئًا فَقَالَ مَا اَنْكَرْ
مِنْهُ شَيْئًا وَلٰكِنْ قُلْ لَهُمْ يَفْتَتِحُوْنَ قَبْلَهُ الْقُرْاٰنَ وَيَخْتِمُوْنَ
بَعْدَهُ بِالْقُرْاٰنِ الْعَزِيْزِ -

( এহ্‌. ইয়াউল্‌. উলুম ২৩৮ পৃঃ )

হজরত মমসাদ্দাই নূরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে তিনি নবী করিম (দঃ) কে স্বপ্ন যোগে দেখিয়া বলিলেন, "ইয়া রাসুল আল্লাহ্‌ (দঃ) আপনি কি এই ছামা বা গান বাদ্য নৃত্যের কোন অংশকে ঘৃনা করেন।" এতদশ্রবণে হজরত রাসুলে খোদা (দঃ) ফরমাইলেন আমি ছামার কোন অংশকে ঘৃনা করিতেছিনা কিন্তু যাহারা ছামা করে তাহাদিগকে বলিয়া দাও, ছামা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে যেন আল্লাহ্‌ পাকের পবিত্র কালাম হইতে কিছু তেলাওয়াত্‌ করিয়া ছামা আরম্ভ করে এবং ছামা শেষ করিবার পরে কোরআন মজিদের সহিত যেন শেষ করে।"

( এহ্‌. ইয়াউল্‌. উলুম )

মছ্‌নদে ইমাম আহ্‌মদের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে যে একদা একজন হাব্‌সী রাসুলুল্লাহ্‌ (দঃ) এর সম্মুখে দুফ্‌ বাজাইয়া নাচিতে ছিল এবং ইহা গাহিতেছিল যে.....

* رَسُوْلُ مُحَمَّدٍ عَبْدٌ صَالِحٌ

হজরত রাসুলে খোদা জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বলিতেছ? সে উত্তর করিল, আমি ইহা বলিতেছি।.....

* رَسُوْلُ مُحَمَّدٍ عَبْدٌ صَالِحٌ

এই হাদিস শরীফ দ্বারা পবিত্র ভাবনিয়া প্রেমিকের জন্য গান



الْمَعْدُوْدَاتِ الَّتِىْ اَمَرَ اللّٰهُ عِبَادَهُ فِيْهَا بِذِكْرِهٖ كَاَيَّامِ
التَّشْرِيْقِ - وَلَمْ يَزَلْ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مَوَاظِبِيْنَ كَاَهْلِ مَكَّةَ
عَلَى السَّمَاعِ اِلٰى زَمَانِنَا هٰذَا "اهـ،

( এহ্‌. ইয়াউল্‌. উলুম ২৩৭ পৃঃ )

আবুতালেব মক্কী, ছামা বা গান বাদ্য নৃত্য জায়েজ বলিয়া বহু লোক হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ছাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে আবদুল্লাহ এব্‌নে জাফর ও এব্‌নে জোবায়ের ও মগিরা এব্‌নে শোয়বা তা এবং মাবিয়া (রাঃ) ও অন্যান্য ছাহাবাগণ ছামা বা গান বাদ্য নৃত্য শুনিয়াছেন। এবং পূর্ব্ব বর্ত্তী পূন্যাত্মাগণ ছাহাবায়ে কেরাম ও শ্রেষ্ঠতম তাবেইনগন ও গান বাদ্য নৃত্য করিয়াছেন। তিনি আর ও বলিয়াছেন যে সর্ব্বদা মক্কা শরীফে আরব বাসীদের মধ্যে বৎসরের শুভ দিন সমুহের মধ্যে ছামা শুনিবার প্রথা চলিয়া আসিতেছে। ঐ পবিত্র দিন সমুহের মধ্যে আল্লাহ্‌ তা-লা তাহার স্বীয় বান্দাদিগের প্রতি জেকেরের আদেশ দিয়াছেন। যথা আইয়ামে তশ্‌রীক এবং সর্ব্বদা মক্কা শরীফের ন্যায় মদিনা শরীফের বাসিন্দাগণ ও ছামা শুনিয়া থাকেন এই প্রথা আমাদের যুগ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে।

( এহ্‌. ইয়াউল্‌. উলুম )

احياء اللوم حصه ٢٣٧

للامام الغزالى رضى الله عنه

حُكِىَ عَنْ مَشَائِخِ الدِّيْنَوَرِىِّ اَنَّهٗ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ
صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى النَّوْمِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ

تُدَفِّفَانِ وَتَضْرِبَانِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَغَشٍّ

بِثَوْبِهِ فَانْتَهَرَهُمَا اَبُوْ بَكْرٍ فَكَشَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ دَعْهُمَا يَا اَبَا بَكْرٍ فَاِنَّهَا اَيَّامُ

عِيْدٍ وَفِيْ رِوَايَةٍ يَا اَبَا بَكْرٍ اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدٌ وَهٰذَا

عِيْدُنَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

অর্থ ঃ—হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) হইতে বর্নিত আছে। তিনি বলিয়াছেন ঈদের দিন আনছার গোত্রের দুই যুবতী মেয়ে দুফযন্ত্র বাজাইয়া ও হাতে তালি দিয়া গান করিতেছিল। হজরত রাছুল কারীম (দঃ) স্বীয় চাদর মোবারক দ্বারা দেহকে আবৃত করিয়া শুইয়া ছিলেন। হযরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ) হজরত আয়েশা ছিদ্দিকার নিকট আসিয়া তাহা দিগকে ধমক দিলেন, তখন রাসুলে খোদা (দঃ) স্বীয় চাদর মোবারক চেহ্‌রা হইতে সরাইয়া হজরত আবুবকর (রাঃ) কে বলিলেন তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও অর্থাৎ কিছু বলিওনা। কেননা আজ ঈদের দিন। নিশ্চই প্রত্যেক জাতির জন্য ঈদ অর্থাৎ আনন্দের দিন আছে; এবং আজ আমাদের ঈদের দিন। ছহী বোখারী ও ছহী মোছলেম শরীফে ঈদের নামাজের অধ্যায় এই ছহী হাদিছটি বর্নিত রহিয়াছে। যেই কাজে বা আনন্দে রাসুলে খোদা (দঃ) সন্তুষ্ট বা রাজি সেই কাজ ও আনন্দই ছুন্নত। ঈদের দিনে আনন্দ প্রকাশ করা পবিত্র ধর্মের অন্তর্ভুক্ত।

نمبر حدیث ۲

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا—مَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ



বাদ্য নৃত্য করা জায়েজ এবং গান বাজনা হালাল হওয়ার পক্ষে অকাট্য দলিল। যদি উহা হারাম হইত তাহা হইলে হজরত রাসুলে খোদা (দঃ) তাহাকে নিষেধ করিতেন।

نمبر حدیث ۴

اَخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيْرِ وَالنَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ

اَنَّ امْرَاَةً جَاءَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ

يَا عَائِشَةُ تَعْرِفِيْنَ هٰذِهِ قَالَتْ لَا نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَقَالَ هٰذِهِ مُغَنِّيَةٌ فُلَانَةُ اَتُحِبِّيْنَ اَنْ تُغَنِّيَكِ قَالَتْ

نَعَمْ فَغَنَّاهَا اهـ،

হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন হজরত রাসুলে খোদা (দঃ) এর নিকট জনৈকা স্ত্রীলোক আগমন করিলে রাসুলে খোদা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আয়েশা তুমি এই স্ত্রী লোকটি কে চিন কি? আমি (আয়েশা) প্রতি উত্তরে চিনিনা বলিলে, হজরত রাসুলে খোদা ফরমাইলেন এই স্ত্রী লোকটি অমুক গায়িকা। তাহার গান শুনিতে তুমি ভাল বাসিবে কি? হজরত আয়েশা বলিলেন হাঁ, ভালবাসি। অতঃপর সে গান গাহিয়া শুনাইল। এই হাদীছ শরীফটি ছহী ছনদের সহিত তিব্‌রানী কাবিরে এবং নেছাই শরীফে দ্রষ্টব্য।

نمبر حدیث ۵

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا اَنَّ اَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ

تَعَالٰى عَنْهُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِيْ اَيَّامِ مِنًى

إِنْ شِئْتَ فَاسْمَعْ مَعَنَا وَإِنْ شِئْتَ فَاذْهَبْ فَإِنَّهُ

قَدْ رُخِّصَ لَنَا فِي اللَّهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ رَوَاهُ النَّسَائِي كَذَا فِي

كشف الغمة للشيخ عبد الوهاب الشعراني وكما ذكره

الترمذي في النوادر الاصول بالاسناد والبيضا في مدارج

النبوت وفي المشكوة في باب اعلان النكاح ٢٦٥

অর্থাৎ হজরত ছায়াদের পুত্র আমের (রাঃ) হইতে বর্ণিত তিনি বলিয়াছেন যে একদা আমি বিবাহ উপলক্ষে কোরায়জা বিন কাব ও আবু মছউদ আনছারীর বাড়ীতে গিয়াছিলাম। তখন সে খানে প্রতি বেশীনী স্ত্রী লোকগণ রাগ রাগীনীর সহিত গান বাজনা করিতেছিল। এবং হজরত কা'বের পুত্র কোরায়েজা ও আবু মছউদুল্ আন্ছারী তথায় বসিয়া গান শুনিতেছিলেন। আমি উক্ত ছাহাবী দ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম হে রাসুলুল্লাহ (দঃ)এর বদরী ছাহাবীদ্বয়, আপনাদের সম্মুখে ইহা কি হইতেছে? তাহারা উত্তর করিলেন তোমার যদি ইচ্ছা হয় বসিয়া আমাদের সহিত গান শুন, আর যদি তোমার অনিচ্ছা হয় তবে চলিয়া যাও নিশ্চই রাসুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাই ওয়াছাল্লাম। বিবাহ্ উৎসবে আমাদের জন্য গান বাদ্য করিতে অনুমতি দান করিয়াছেন। নেছায়ী শরীফ, আবদুল ওহাব শারানীকৃত "কাশফোল্ গোম্মা" তিরমজী শরীফ, নাওয়াদেরুল উছুলে এছনাদের সহিত বর্নিত, মেশকাত শরীফ বাবে এয়লানুন নেকাহের ২৬৫টি পৃষ্ঠায় বর্নিত

মাদারেজুন্নবুয়ত

নম্বর হদীছ ৮

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ



اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوا فِي

الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ —رواه الترمذي

অর্থঃ—হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে হজরত রাসুলে খোদা (দঃ) ফরমাইয়াছেন যে তোমরা বিবাহ্কে ঘোষণা কর এবং মসজিদে বিবাহ্ পড়াও এবং অনেকগুলি দুফ্ বাজাইয়া উহাকে প্রচার কর। এই হাদিছটি তিরমজী শরীফের ১ম খণ্ডের ১৩৭ পৃষ্ঠায় বর্নিত রহিয়াছে। প্রকাশ থাকে যে, এই হাদিছ দ্বারা দুফ বাজানো মোবাহও জায়েজ হইল সুতরাং রাগ রাগিনীর সহিত ছামা বা গান বাদ্য করা হালাল হইবে না কেন? নিশ্চয়েই গান বাদ্য নৃত্য ইত্যাদি ঈদ এবং বিবাহতে জায়েজ প্রমাণিত হইল।

এই হাদিছ দ্বারা হজরত ইমাম মালেক সাহেব দুফ্, বাজাইয়া বিবাহ্ ঘোষণা করাকে ওয়াজেব এবং হযরত ইমাম আবু হানিফা সাহেব ও হজরত ইমাম শাফেয়া সাহেব মোস্তাহাব বলিয়াছেন।

حديث ٧

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ

عَلَى قُرَيْظَةَ ابْنِ كَعْبٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فِي عُرْسٍ

وَإِذَا جَوَارٍ تُغَنِّينَ فَقُلْتُ أَيْ صَاحِبَيِّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُ بَدْرٍ يَفْعَلُ هَذَا عِنْدَكُمْ فَقَالَ اجْلِسْ

গান করিতে দাও ) অতঃপর হযরত রাসুলে খোদা (দঃ) অন্য মনস্ক হইলে আমার ইঙ্গিতে তাহারা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। বোখারী শরীফ ১ম খণ্ড ৪র্থ ভাগ কেতাবুল ঈদাইন ১৩০ পৃষ্ঠা, মোসলেম শরীফ ১ম খণ্ড ২৯১ পৃষ্ঠা উক্ত কিতাবে লিখা রহিয়াছে বাজনার সহিত গান কিংবা বাজনা ব্যতীত গানের হালাল হওয়া সম্পর্কে ছুফিয়ায়ে কেরাম অর্থাৎ তাছাউফ পন্থিগন এই ছহী হাদিছটিকে দলিল স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন।

## حديث نمبر ٩

قَدْ ثَبَتَ مِنَ الْاَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ ضَرْبُ الدُّفِّ لَيْلَةَ الْعُرْسِ وَنَحْوِهَا مِنَ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَتْ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ حِيْنَ بُنِيَ عَلَيَّ فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِيْ كَمَجْلِسِكَ مِنِّيْ فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قَتَلَ مِنْ اٰبَائِيْ يَوْمَ بَدْرٍ اِذْ قَالَتْ اِحْدٰهُنَّ وَفِيْنَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِيْ غَدٍ فَقَالَ دَعِيْ هٰذِهٖ وَقُوْلِيْ بِالَّذِيْ كُنْتِ تَقُوْلِيْنَ رواه البخاري والترمذي

بخاری شریف جلد ۲ دوم باب ضرب الدف فی



عُرْسٍ اَوْ نَحْوِهٖ ۱۲۰ كتب العيدين مسلم شريف ۲۹۱

অর্থাৎ :—হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) বলিয়াছেন যে একদা আমার স্বামী হজরত রাসুলুল্লাহ (দঃ) আমার ঘরে প্রবেশ করিলেন তখন আমার নিকটে দুইটি যুবতী গায়িকা বোয়াছ যুদ্ধের গান 'দুফ' বাজাইয়া ও হাতে তালী দিয়া গাহিতেছিল রাসুলুল্লাহ (দঃ) অপর দিক মুখ করিয়া শয়ন করিলেন। তখন হজরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং আমাকে ধমক দিয়া বলিলেন যে শয়তানের বাজনা রাসুলের নিকট কেন কর ? তখন হজরত রাসুল কারীম (দঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ) কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও। ( অর্থাৎ ইহাদিগকে দুফ, বাজাইয়া

عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِيْ جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثٍ فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهٗ فَدَخَلَ اَبُوْ بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِيْ وَقَالَ مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ فَقَالَ دَعْهُمَا فَغَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا

رواه البخاري وفي البخاري والمسلم وَاسْتَدَلَّ جَمَاعَةٌ مِنَ الصُّوْفِيَّةِ بِحَدِيْثِ الْبَابِ عَلَى اِبَاحَةِ الْغِنَاءِ وَسَمَاعِهٖ بِاٰلَةٍ وَبِغَيْرِ اٰلَةٍ بخاری شریف

النكاح جلد ٢ ص ٧٧٣

ترمذى شريف جلد ٢ دوم باب ماجاء فى اعلان النكاح جلد ٢ دوم صفحه ١٢٩

وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ -

অর্থাৎ বিবাহ প্রভৃতিতে দুফ্, বাজান ছহী হাদিছ সমূহ হইতে নিশ্চয়ই প্রমাণিত হইয়াছে। মোয়াব্বেজের মেয়ে রাবিয়া (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি যখন নতুন অবস্থায় আমার স্বামীর ঘরে বিবাহিতা হইয়া প্রবেশ করিলাম, তখন হজরত রাসুলে খোদা (দঃ) আমার বিছানায় আসিয়া এমন ভাবে বসিয়া গেলেন যেমন তুমি আমার নিকট বসিয়াছ। আমাদের পরিবারের নব-যুবতীরা দুফ্, বাজাইতে ছিল এবং আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ যাহারা বদরের যুদ্ধে নিহত হইয়া ছিলেন তাহাদের বীরত্বের গান করিতে ছিল তাহাদের মধ্যে এক জন গাহিতে লাগিল যে আমাদের মধ্যে একজন নবী আছেন যিনি ভবিষ্যতের কথা বলিতে পারেন। তখন রাসুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম বলিলেন ইহা না বলিয়া আগে যাহা গাহিতে ছিলে তাহাই গাও। (বোখারী শরীফ ২য় খণ্ড ৭৭৩ পৃষ্ঠা এবং তিরমিজী শরীফ ১৩৭ পৃষ্ঠা) এই পবিত্র হাদিছ শরীফ সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ কেতাব "লোময়াত শরহে মেশকাত" (খাতেমুল মোহাক্কেকীন রুহুল আশেকীন শামছুল আরেফীন সেখ আব্দুল হক মোহাদ্দেছ দেহ্লভী (রাঃ)) কিতাবে নিম্নরূপ লিখিয়াছে।

اِذَا ثَبَتَ اِبَاحَةُ ضَرْبِ الدُّفُوْفِ فَكَيْفَ لَا يُبَاحُ



السَّمَاعُ الْغِنَاءِ وَقَدْ ثَبَتَ اِبَاحَةُ ذَالِكَ فِى الْاَعْيَادِ وَالْاَعْرَاسِ كَذَا فِى اَشِعَّةِ اللَّمْعَاتِ فِى شَرْحِ الْمِشْكٰوةِ -

অর্থাৎ যখন দুফ্, সকল বাজান জায়েজ প্রমান হইল তখন গান করা জায়েজ হইবেনা কেন? অথচ গান ও দুফ্ বাজান ঈদে এবং যে কোন উৎসব সমূহে হাদিছ দ্বারা জায়েজ প্রমান হইয়াছে। ("লোময়াত") এবং সুপ্রসিদ্ধ ইমাম ও ফকিহ্, আল্লামা মোল্লা আলী কারী হানাফী তাহার নিজস্ব সুপ্রসিদ্ধ কেতাব "মেরকাত" শরহে মেশ্কাত্ নামক কিতাবে উপরোক্ত হাদিছ শরীফের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন "বিবাহ ও বাসর রাত্রে দুফ্ বাজান যে জায়েজ উক্ত হাদিছ দ্বারা এই দলিল প্রমানিত হইল"।

## ١٠ حديث نمبر

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِىِّ (رض) عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ وَالدُّفُّ فِى النِّكَاحِ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَفِى حَاشِيَتِهِ -

اِذَا ثَبَتَ اِبَاحَةُ ضَرْبِ الدُّفُوْفِ فَكَيْفَ لَا يُبَاحُ سَمَاعُ الْغِنَاءِ ؟ وَقَدْ ثَبَتَ اِبَاحَةُ ذَالِكَ فِى الْاَعْيَادِ

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَغَازِيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ جَاءَتْ
جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ
اَنْ رَدَّكَ اللّٰهُ سَالِمًا اَنْ اَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالدُّفِّ
وَاتَغَنَّى فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ
كُنْتِ نَذَرْتِ فَاضْرِبِي (وَفِي رِوَايَةٍ اَوْفِي نَذْرَاكِ)
وَاِلَّا فَلَا فَجَعَلَتْ تَضْرِبُ فَدَخَلَ اَبُوْ بَكْرٍ (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ)
وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ (رض) وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ
عُثْمَانُ (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ (رَضِيَ
اللّٰهُ عَنْهُ) فَاَلْقَتِ الدُّفَّ تَحْتَ اَسْتِهَا ثُمَّ قَعَدَتْ
عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ
الشَّيْطَانَ يَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) اِنِّي
كُنْتُ جَالِسًا وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ اَبُوْ بَكْرٍ (رض)
وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) وَهِيَ



اَوْلَاعْرَاسِ كَذَا فِي اِشْعَةِ
اللمعات فی شرح المشکوٰۃ
للعلامۃ المحقق شمس العارفین روح العاشقین
شیخ عبد الحق المحدث الدهلوی رضی اللہ عنہ

অর্থাৎ:—হাতেব জমীর পুত্র মোহাম্মদ হইতে বর্ণিত আছে যে তিনি রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন; হালালও হারাম বিবাহে পার্থক্য গান এবং দুফ, দ্বারা হয়। আহমদ, তিরমিজি, নেছায়ী, ও এব্নে মাজা। তিরমিজি শরীফের ১৩৭ পৃষ্ঠায় এশ্য়াতুল্লোময়াত্ হইতে লিখিয়াছেন, যখন এই পবিত্র হাদীছ শরীফ দ্বারা দুফ, বাজান মোবাহ (জায়েজ) ছাবেত হইল, অতএব রাগরাগীনীর সহিত ছামা করা হালাল হইবেনা কেন? নিশ্চয়ই গান বাদ্য নৃত্য ছামা ইত্যাদি ঈদ এবং উৎসব সমূহে হালাল প্রমানিত হইল।

প্রকাশ থাকে:— যে উপরোক্ত হাদীছ দ্বারা হযরত ইমাম মালেক (রাঃ) 'দুফ' বাজাইয়া বিবাহ প্রকাশ করাকে ওয়াজেব, এবং হযরত ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) ও ইমাম শেয়ফী (রাঃ) মোস্তাহাব বলিয়াছেন,,।

واضح رہے کہ اس حدیث سے حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ دف بجا کر اعلان نکاح کرنا واجب اور امام ابو حنیف رضی اللہ عنہ اور حضرت امام شافع رضي اللہ عنہ مستحب فرماتے ہیں۔

حدیث نمبر ۱۱

قَالَ سَمِعْتُ اَبَا بُرَيْدَةَ يَقُوْلُ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى

تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانَ (رَضِىَ اللهُ عَنْهُ) وَهِىَ تَضْرِبُ

فَلَمَّا دَخَلَتْ أَنْتَ يَا عُمَرُ (رضى الله عنه) أَلْقَتِ

الدُّفَّ رَوَاهُ التِّرْمِزِيُّ، ترمذى شريف ٢٥٧

وَفِى حَاشِيَةِ التِّرْمِذِىِّ دَلَّ الْحَدِيْثُ عَلَى اِبَاحَةِ

ضَرْبِ الدُّفِّ بَلْ عَلَى كَوْنِهِ مُسْتَحَبًّا "اِهـ"

وَهُوَ هُنَا كَذَالِكَ لِاَنَّ السُّرُوْرَ بِمَقْدَمِهِ صَلَّعَمْ

وَسَلَامَتِهِ قُرْبَةٌ وَدَلَّ اَيْضًا اَنَّ سَمَاعَ اَصْوَاتِ النِّسَاءِ

بِالْغِنَاءِ مُبَاحٌ اِذَا خَلَا عَنِ الْفِتْنَةِ -

অর্থাৎ :—হজরত আবু বুরীদা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরত রাসুলে খোদা (দঃ) একবার কোন একটি যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে কাল বর্ণের একজন দাসী (অর্থাৎ হাবসী যুবতী দাসী রাসুলুল্লাহ (দঃ)) খেতমতে আসিয়া নিবেদন করিল যে, ইয়া রাসুলুল্লাহ্ (দঃ) আমি নজর মানিয়াছিলাম যে, (মানসা করিয়াছিলাম) আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আপনাকে সহি সালামতে যুদ্ধ হইতে নিরাপদে ফিরাইয়া আনিলে আমি আপনার সাম্নে দুফ্ বাজাইয়া গান করিব। হুজুর (দঃ) বলিলেন যদি তুমি মানসা (নজর) করিয়া থাক তবে বাজাও অর্থাৎ তোমার (মান্ত) মানসা পুরা কর। নতুবা না। অতঃপর



হাব্সী যুবতী স্ত্রী লোকটী 'দুফ' বাজাইয়া গান করিতে লাগিল। তখন হজরত আবু বকর (রাঃ) আগমন করিলেন আর সে মেয়ে লোকটি বাজাইতেছে। কিছু সময় পড় হযরত আলী (রাঃ) আসিলেন, সে বাজাইতে রহিল। ইহার পর হয়রত ওসমান (রাঃ) আসিলেন। আর সে বাজাইতেছে। অতঃপর হজরত ওমর (রাঃ) আসিলে উক্ত স্ত্রী লোকটি 'দুফ, কে তাহার নিতম্বের নীচে রাখিয়া বসিয়া পড়িল। সেই সময় হজরত রাসুলে খোদা (ছঃ) বলিলেন হে ওমর (রাঃ) শয়তান ও তোমাকে' ভয় করে। আমি বসিয়াছিলাম আর এই হাবসী স্ত্রী লোকটি, 'দুফ, বাজাইয়া গান গাহিতেছিল। হযরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ) আসিলেন তখন ও সে গাহিতেছিল। হযরত আলী (কঃ) আসিল তখনও সে বাজাইয়া গাহিতেছিল। হযরত ওসমান গনি (রাঃ) আসিলে তখন ও মেয়ে লোকটি বাজাইতেছিল গাহিতেছিল হে, ওমর (রাঃ) যখন তুমি আসিলে তখন সে দুফটি রাখিয়া দিল। তিরমিজি শরীফ ২য় খণ্ড ২০৯—২১০ পৃষ্ঠা, মেশকাত শরীফ ৫৫০ পৃষ্ঠা এই হাদীছ শরীফটি আবু দাউদ শরীফে ও বর্ণিত আছে। তিরমিজি শরীফের হাসিয়ায় বা টীকায় এসয়াতুল্লোময়াত শরহে মেশকাত হযরত সেখ আবুল হক মোহাদ্দেছ দেহলভী লিখিয়াছেন এই ছহী হাদিছ শরীফ দ্বারা দুফ, বাজান হালাল ও মোস্তাহাব বলিয়া প্রমাণ হইয়াছে। এবং মেয়ে লোকদের জন্য ফেতনা ফাছাদের ভয় না থাকিলে গান বাদ্য নৃত্য জায়েজ ছাবেত প্রমানিত হইয়াছে।

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (দঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীন অর্থাৎ হজরত রাসুল (দঃ) এর চার খলিফা—দুফ বাজনার সহিত গান শ্রবণ করা প্রমান হইল। এবং উপরোক্ত হাদীস শরিফ হইতে গান ও বাজনার মান্সা নজর নিয়ত করা জায়েজ এবং উহা পূরণ করা ওয়াজেব ছাবেত হইল। যদি এইরূপ নজর মান্স নিয়ত করা হারাম হইত তাহা হইলে শরীরতের মূল

মালিক জনাব হজরত রাসুলে মকবুল (দঃ) উক্ত স্ত্রীলোকটিকে গান ও বাজনার সহিত নজর মানস নিয়ত পূর্ণ করিতে আদেশ দিতেন না। হাদিস শরীফে আছে

نَذْرُ الْمَعْصِيَةِ مَعْصِيَةٌ

অর্থাৎ :—পাপ কার্যের মানস নজর নিয়ত পুরা করাও পাপ নেক কাজের নিয়ত মান্‌সা নজর পুরা করা নেক। যদি গান এবং বাজনা হারাম হইতো, তবে তিনি উপর উল্লেখিত হাবসী দাসী যুবতী মেয়েটাকে (মানসা) মান্‌স নিয়ত পুরা করিতে নিষেধ করিতেন। কেননা আল্লাহর নবী কখনও হারাম কার্য্যের আদেশ দিতে পারেন না রাসুল (দঃ) এর আদেশ অনুমতি শুনা, শ্রবণ করা জায়েজ। এই সম্পর্কে মোমেন মোসলমানের সন্দেহের বিন্দু মাত্র করাণ থাকিতে পারে না। বরং উহা জায়েজ হওয়ার পক্ষে মোমেন মোসলমানগনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দলিল।

শামছুল আরেফীন রুহুল আশেকীন খাতেমুল মোহাক্কেকীন হজরত সেখ আবদুল হক মোহাদ্দেছ দেহলভী (রাঃ) এস্‌য়াতুল্লোম্‌য়াত শরহে মেশকাত নামক কিতাবে উপরোল্লোখিত হাদীস শরীফ দ্বারা ফেতনা ফাছাদের ভয় না থাকিলে স্ত্রীলোকদের জন্য গান বাজনা করা এবং তাহা পুরুষগণ শ্রবণ করা জায়েজ বলিয়া প্রমানিত হইয়াছে। লিখিয়াছেন।

اِنَّ خُصُوْصَ السَّبَبِ لَا يَمْنَعُ عُمُوْمَ الْحُكْمِ

অর্থাৎ :—যে কোন হুকুম' নির্দ্ধারিত কারণে প্রয়োগ হইলে উহা অনির্দ্ধারিত রূপে প্রয়োগ করিতে নিষেধ হইবেনা।



নম্বর হাদীস ১২

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِحَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَجَلَسَ اَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَاكِتِيْنَ وَجَارِيَةٌ يُقَالُ لَهَا شِيْرِيْنُ مَعَهَا بِزْمَارٌ تَخْتَلِفُ بَيْنَ الْقَوْمِ وَهِيَ تُغَنِّيْنِ فَلَمَّا مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَاْمُرْهُمْ وَلَمْ يَنْهَهُمْ فَانْتَهَى اِلَيْهَا وَتَقُوْلُ هَلْ عَلَيَّ يَحْكُمُ اَنْ لَهْوُتُ مِنْ حَرَجٍ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَا حَرَجَ اِنْشَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى

رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ

হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) হইতে বর্নিত আছে যে হজরত রাসুলে খোদা (দঃ) হজরত হাছান এবনে ছাবেতের সহিত এক স্থানে গমণ করিলেন। তথায় হজরত রাসুলে খোদার ছাহাবীগণ চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন এবং ঐ স্থানে শীরিন নামক জনৈকা যুবতী স্ত্রীলোক মেজমার নামক বাদ্য বাজাইয়া ঐ মজলিসে ঘুরিয়া ফিরিয়া গান গাহিতেছিল। যখন রাসুলুল্লাহ (দঃ) ঐ মজলিসে

گেলেন তখন তিনি তাহাদিগকে এই বিষয় আদেশ অথবা নিষেধ কিছুই করিলেন না।

হজরত রাসুল (দঃ) শিরীনের নিকট বর্ত্তী হইলেন শিরীন আবেদন করিল "ইয়া রাসুলুল্লাহ (দঃ) এই গান বাদ্য করার দরুন আমার কোনরূপ ক্ষতি হইবে কি? রাসুলুল্লাহ (দঃ) হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আল্লাহর ইচ্ছায় কোন ক্ষতি হইবে না।" এই হাদিসটি "দায়ে কুতনীতে" আছে।

نمبر حدیث ۱۳

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ زَفَفْنَا امْرَأَةً اِلٰى رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ فَاِنَّ الْاَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ در كتاب اشعة اللمعات في شرح المشكوة

صفحہ ۱۱۷ فتاوی شامی شافعی صفحہ ۳۵۹ تا ف ۳۶۰ صفحہ ۳۶۱ ۳۴۱ روی الترمزي والنسائي "۱۲"

در شرح این حدیث خاتم المحققین شمس العارفین زوح العاشقین علامہ عبد الحق المحدث الدهلوي علیہ الرحمہ والبرکۃ میگوید از پنجا نیز



ابا حبت سرور در روز عروس و زفاف تعلوم میشود زیادہ براین الحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوش داشتن انصار و اندا مسلم و مقدار داشت و اند ظاہر عبارت مفہوم میشود خوش داشتن ایشان را سرور و عادت بود"

অর্থাৎ :—আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) হইতে বর্নিত হইয়াছে যে একজন নব বিবাহিতা স্ত্রীলোককে (তাহার স্বামী) জনৈক আনছারের ঘরে নেওয়া হইলে হজরত রাসুলে খোদা (দঃ) বলিলেন, "তোমাদের সহিত কি গান বাজনা নাই? কেননা আনছারগণ গান ও বাজনা ভাল বাসিয়া থাকেন। (বোখারী শরীফ ও মেশ্‌কাত শরীফ,)।

রহুল আশেকীন শামছুল আরেফীন হজরত আল্লামা মোহাক্কেক আবদুল হক মোহাদ্দেহ দেহলভী (রাঃ) তাহার নিজস্ব কিতাব এশয়াতুল্লোময়াত শরহে মেশ্‌কাত নামক কিতাবের তৃতীয় খণ্ডের ১১৭ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় নিম্নরূপ লিখিয়াছেন। যথা এই হাদীছ শরীফ দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়—যে বিবাহ উৎসবে এবং স্বামী গৃহে নতুন অবস্থায় স্ত্রী আগমনের দিন গান ও বাজনা করা জায়েজ। তদুপরী অত্যাধিক প্রমাণ এই যে হজরত রাসুলে খোদা (দঃ) আনছার গণের সন্তুষ্টির জন্য গান ও বাজনাকে মনোনিত করিয়াছেন। হাদীছের এবারত অনুযায়ী ইহাই স্পষ্টরূপে বুঝা যায়—যে গান ও বাজনা করা আনছার গণের মধ্যে প্রচলন ও তাহাদের অভ্যাস বটে।

نمبر حدیث ۱۴

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ عِنْدِي جَارِيَةٌ

نمبر حدیث ۱۵

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنْكَحَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا ذَاتَ قَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الْاَنْصَارِ فَجَاءَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَهْدَيْتُمُ الْفَتَاةَ فَقَالُوْا نَعَمْ قَالَ اَرْسَلْتُمْ مَعَهَا مَنْ تَغَنِّيْ وَقَالَتْ لَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْاَنْصَارَ قَوْمٌ فِيْهِمْ غَزَلٌ فَلَوْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُوْلُ ع

اَتَيْنَاكُمْ فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ اَيْ اَبْقَانَا وَاَبْقَاكُمْ وَسَلَّمَنَا وَاِيَّاكُمْ رواه ابن ماجه،

অর্থাৎ হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) রাওয়ায়েত করিয়াছেন, হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) তাঁহার এক আত্মীয়াকে আনছারদের মধ্যে বিবাহ দিলেন হজরত রাসুলুল্লাহ (দঃ) ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। তুমি কি যুবতীটি কে তাহার স্বামীর ঘরে পাঠাইয়া দিয়াছ? তিনি বলিলেন হাঁ পাঠাইয়া দিয়াছি। হজরত রাসুলে খোদা (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন তাহার সহিত কি কোন গায়িকা পাঠাইয়াছ? "তিনি উত্তর দিলেন না" তখন হজরত রাসুল (দঃ)



تُغَنِّيْنِيْ فَدَخَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ عَلَى حَالِهَا ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ (رض) فَغَرَتْ فَضَحِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ رض مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَحَدَّثَهُ حَدِيْثَ الْجَارِيَةِ فَقَالَ لَا اَبْرَحُ حَتّٰى اَسْمَعَ مَا سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْمَعَتْهُ

(تفسیر احمدی شریف) ۱۰—۴ ۱۷۰

অর্থাৎ :—হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন আমার নিকট একটি বালেগা (বয় প্রাপ্তা) স্ত্রী লোক গান বাদ্য করিতেছিল হজরত রাসুলে খোদা (দঃ) ঘরে প্রবেশ করিলে সেই স্ত্রী লোকটি তদবস্থায় গাহিতে ও বাজাইতে ছিল। অতপর হজরত ওমর (রাঃ) প্রবেশ করিলে সে লুকাইল। ইহা দেখিয়া হজরত রাসুলে খোদা (দঃ) হাসিয়া পড়িলেন। হজরত ওমর (দঃ) আরজ করিলেন ইয়া রাসুলুল্লাহ (দঃ) আপনার হাসিবার কারণ কি? হজরত রাসুলে খোদা (দঃ) ঐ দাসী যুবতী মেয়েটির কথা তাহার নিকট বলিলেন। হজরত ওমর (রাঃ) আরজ করিলেন রাসুলে খোদা (দঃ) যাহা শুনিয়াছেন, আমিও তাহা না শুনিয়া এই স্থান হইতে কোথা ও (সরিবনা) নড়িবনা। হজরতের আদেশ অনুযায়ী গায়িকা যুবতী স্ত্রী লোকটি হজরত (রাঃ) কে গান ও বাজনা শুনাইল। (তফছিরে আহমদীা শরীফ)

বলিলেন আন্‌ছারগণ গীত ভাল বাসে তুমি কেন এক জন গায়িকা সেই যুবতীটির সহিত পাঠাইলে না যে তাহার স্বামীর বাড়ী যাইয়া ইহা গাহিত।"

اَتَيْنَاكُمْ اَتَيْنَاكُمْ فَحَيَّنَا وَحَيَّاكُمْ

اَيْ اَبْقَانَا وَاَبْقَاكُمْ وَسَلَّمَنَا وَاِيَّاكُمْ

(এব্‌নে মাজা শরীফ) ২৬৪ পৃষ্ঠা

## নম্বর হদীছ ১৬

عَنْ اَنَسٍ (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ) بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِبَعْضِ اَزِقَّةِ الْمَدِيْنَةِ فَاِذَا هُوَ مَرَّ بِجَوَارٍ يَضْرِبْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَيَتَغَنَّيْنَ وَيَقُلْنَ نَحْنُ جَوَارٌ مِنْ بَنِىْ نَجَّارٍ يَا حَبَّذَا مُحَمَّدًا مِنْ جَارٍ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ يَعْلَمُ اِنِّىْ اُحِبُّكُنَّ

اَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِىْ بَابِ الْغِنَا وَالدُّفِّ وَرِجَالُ اِسْنَادِهٖ رِجَالُ الصَّحِيْحِ "هـ"



হজরত আনেছ (রাঃ) রাওয়ায়েত করিয়াছেন। একদা হজরত রাসুল করিম (দঃ) মদীনা শরীফের কোন গলি দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, যে কয়েকটি বালিকা হাতে তালি দিয়া ইহা গাহিতেছিল, যে আমরা বনী নাজ্জার গোত্রের বালিকা। মোহাম্মদ (দঃ) আমাদের প্রতিবেশী। সুতরাং আমরা কত বড় সৌভাগ্যবতী তখন রাসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদিগকে বলিলেন আল্লাহ ভালরূপ অবগত আছেন আমি তোমাদিগকে কত ভালবাসি। (এই পবিত্র হাদীছ শরীফকে এব্‌নে মাজা ছহী রেওয়াতের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন।) ছামা হালাল হওয়ার পক্ষে উপরোক্ত হাদীছগুলি যথেষ্ট মনে করিতেছি।

## নম্বর হদীছ ১৭

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ

وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلّٰهِ دَاعِ

ইমাম বায়হাকী "দালায়েলুন্‌ নবুওয়তে" লিখিয়াছেন ও ইমাম গাজ্জালী (রাঃ) "এহ্‌ইয়াউল উলুম" লিখিয়াছেন যে রাসুলুল্লাহ্‌ (দঃ) তবুকের যুদ্ধ হইতে যখন প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন তখন মদীনা শরীফের আওরত স্ত্রী লোকগণ উপরোক্ত আরবী কবিতাটি 'দুফ' বাজাইয়া হাতে তালি দিয়া গাহিতেছিল। যথা :—

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع

وجب الشكر علينا ما دعا لله داع *

نمبر حدیث ۱۸

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّهٗ دَخَلَ عَلٰى بْنِ جَعْفَرٍ فَوَجَدَ عِنْدَهٗ جَارِيَةً فِىْ حَجْرِهَا عُوْدٌ ثُمَّ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ (رض) هَلْ تَرَاىْ بِذَالِكَ بَاْسًا قَالَ لَا بَاْسَ بِهٖ ،،

একদা হজরত আবদুল্লাহ্ এব্নে ওমর হজরত আলী এব্নে জাফরের নিকট তাহার ঘরে "উদ" নামক বাদ্য যন্ত্রের সহিত গান গাহিতেছিল। হজরত এব্নে জাফর (রাঃ) এব্নে ওমর (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি ইহার মধ্যে কোন রূপ দোষ দেখিতেছেন? হজরত এব্নে ওমর (রাঃ) বলিলেন না ইহাতে কোন রূপ দোষ নাই।

ছামা জায়েজ ও মোবাহ হইবার ফোকাহায়ে কেরামগণের দলিল।

فى الخزانة والكافى حرمة الغناء وغيره مقيد باللهو فما يكون بغير اللهو بغرض الدين كما فى العرس والوليمة واستعداد القراة والقفالة ولحصول رقة قلوب عباد الله المرضية عند الله تعالى لا تكون حراماً على مذهب الحنفية وفى الامتاع ان السماع يحصل به رقة القلوب والخشوع وآثاره شوق لقاء الله تعالى والخوف من سخط وعذابه وما يفضى الى ذالك قربة واذا كان السماع هذا فكيف يكون فيه شائبة اللهو واللهواء ،، اهـ،



অর্থাৎ ঃ—খাজানা এবং কাফী নামক ফেকাহের কিতাবে আছে, গান বাজনা মন্দ উদ্দেশ্যে (খেলা তামাশা যাহা শরীয়তের জন্য হারাম) হারাম হইবে। কিন্তু মন্দ উদ্দেশ্য নাহইলে ধর্মীয় উদ্দেশ্য হইলে উহা হারাম হইবেনা। যথা বিবাহ উৎসবে কাফেলা, যুদ্ধের তৈয়ারী এবং ঘরে, বাড়ীতে প্রত্যাবর্তনের খবরাদির জন্য এবং আল্লাহর পূণ্যবান বান্দাগণের হৃদয়কে নরম করিবার জন্য গান বাজনা করা হারাম হইবেনা। "আমতা" নামক কিতাবে লিখিত আছে গান বাজনা অন্তরের একাগ্রতার জন্য হৃদয়কে বিগলিত করিবার জন্য খোদার ভয়কে বৃদ্ধি করার নিমিত্ত এবং খোদার দর্শন আকাঙ্খা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে খোদার আজাব সমূহের ভয় বাড়াইতে ইত্যাদি পবিত্র উদ্দেশ্যে গান বাজনা জায়েজ আছে। ঐ সকল পবিত্র উদ্দেশ্য নিয়ে গান বাজনা করা হইলে তাহাকে কি করিয়া খেলা তামাসার অন্তর ভূক্ত করা যাইতে পারে?

درر جواهر فقه أورده سماع الغناء والرقص وسماع الدف وان كان فيه جلاجل ليس بحرام ،اهـ،

অর্থাৎ ঃ—জাখিরা কেতাবে (যাহা ফেকাহের অন্যতম কিতাব) লিখা আছে রাগ রাগিনী বাদ্য নৃত্য করা এবং দুফের বাজ্না শুনা যদিও তাহাতে ঝাঁজ থাকে হারাম নহে। অর্থাৎ হজরত মাওলানা ছায়ীদ মোজদ্দাদী ছাহেব হকুল্ মোবীন নামক কিতাবে লিখিয়াছেন যে ঢোলক এবং তাসা ও অন্যান্য ঘন্ত্রাদি তবলের হুকুমের মধ্যে গন্য, (অর্থাৎ তবলের ন্যায়) যখন তবলের হুকুম দোররে মোখতারের এবারতের শরাং কারীর দ্বারা জানিতে পারিয়াছ পরে উক্তর দাতার কথার উপর ঢোলক ও তাসা ও অন্যান্য যন্ত্রাদির ব্যবহারের আদেশ তবলের ন্যায় মনে করিবে।

অর্থাৎ :—বাহ্‌রার রায়েক নামক ফতোয়ার কিতাবে ইমাম ছরখছি (রাঃ) বিবাহ উৎসবে এবং বিদেশ হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে ও আল্লার প্রিয় বান্দাগণের হৃদয়ে শান্তনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে গান বাদ্য নৃত্য জায়েজ রাখিয়াছেন। খাজানা এবং বাযী নামক কিতাবে লিখিত আছে যে, কু খেয়ালে গান বাদ্য নৃত্য না জায়েজ,, বটে, কিন্তু ভাল উদ্দেশ্যে জায়েজ,,—যেমন বিবাহ উৎসবে এবং বিবাহ ভোজনে ও জেহাদের সাহায্যার্থে কাফেলার সুবিধার্থে এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের হৃদয়ে শান্তনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে হানাফী মজহাব অনুযায়ী গান-বাজনা হারাম হইবেনা।

## ( বাহ্‌রার রায়েক )

মাওলানা আশ্রাফ আলী থানবী (রাঃ) সাহেবের পীর মাওলানা আলহাজ্জ এমদাদউল্লাহ মোহাজেরে মক্কী (রাঃ) সাহেব তাঁহার নিজস্ব কিতাব "ফয়ছলায়ে হাপ্ত মাছায়েল,, নামক কিতাবের (১৩) তের পৃষ্ঠায় গান বাদ্য নৃত্য ইত্যাদির বর্ণনা দিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

جو لوگ سماع نہ کریں ان کو کمال اتباع سنت کا شائق سمجھیں جو لوگ کریں اُن کو اھل محبت میں سے جانیں اور ایک دوسرے پر انکار نہ کریں - جو عوام کے غلو اے ھوں ان کا لطف و نرمی سے ارشاد کریں *

অর্থাৎ :—যাহারা গান বাদ্য নৃত্য, ছামা করেন না তাঁহাদিগকে অটল সুন্নি ও ছুন্নাতের পাবন্দ মনে করিবে। আর যাঁহারা ছামা করেন তাঁহাদিগকে আল্লাহ ও তাহার রাসুলের প্রেমিক মনে করিবে"। এবং একে অন্যের দোষারোপ করিবেনা। আর জন সাধারণের



وفی الفتاوی الکبری ص ۱۴۴ - ج ۴

سئل ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی علیہ عن الدف أتکرھہ فی غیر العرس بان تضرب المراۃ فی غیر فسق للصبی قال لا اکرھہ والذی یجتنی منہ اللعب الفاحش للغناء فانی اکرھہ کذا فی محیط سرخس ولا باس بضرب الدف یوم العید کذا فی خزانۃ المفتین *

অর্থাৎ :—দুফ বাজান বিষয়—হজরত ইমাম আবু ইউছুফ্ (রাঃ) জিজ্ঞাসিত হইয়া ছিলেন। বিবাহ উৎসব ব্যতিত স্ত্রীলোক কু মানষে না বাজাইয়া স্বীয় সন্তানের জন্য দুফ বাজাইলে আপনি উহাকে মকরুহ জানেন কি ? তিনি অর্থাৎ ইমাম আবু ইউছুফ (রাঃ) বলিলেন "না আমি উহাকে মাকরুহ মনে করিতেছিনা, বরং অশ্লীল" খেলা তামাসার নিমিত্ত দুফ্ বাজান নিশ্চয়ই আমি মাক্‌রুহ মনে করি,,। "মহিত ছরখছী নামক কিতাবে এইরূপ লেখা আছে। এবং খাজানাতুল মফতীন নামক কিতাবে এই রকম লেখা আছে যে, "ঈদের দিন দুফ বাজান জায়েজ আছে।" ইহাতে কোন দোষ নাই।

قال فی البحر الرائق ان الامام السرخسی قد جوزہ فی العرس وعند قدوم الغائب وعند حصول رقۃ قلوب عباد اللہ المرضیۃ وفی الخزانۃ والکافی حرمۃ الغناء وغیرہ مقید باللھو فما یکون بغیر الدین کما فی العرس والولیمۃ واستمداد الغزاۃ والقافلۃ ولحصول رقۃ قلوب عباد اللہ المرضیۃ لا تکون حراماً علی مذھب الحنفیۃ،،

নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "আহ আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে মৃত্যু করুক" তখনই তাঁহার হুজরা শরীফের সম্মুখে উলামাগণ মৃত্যু বরন করিলেন,,। ইন্নালিল্লাহ ..... রাজেউন। এই ঘটনা হজরত আল্লামা মোহাদ্দেছ আবদুল হক দেহলভী (রাঃ) তাঁহার "হাকিকাতুচ্ছামা" নামক কিতাবের আট পৃষ্ঠার লিখিয়াছেন।

কাজী ছানাউল্লাহ পানীপাথী রেছালায়ে ছামাতে উল্লেখ করিয়াছেন যথা :—

چون ضرب دف برائے اعلان نکاح جائز یا مستحب باسد دَهل وطنبورہ وغیرہ ا را از چہ تفاوت ست برائے لهو همہ حرام ست وبرائے غرض صحیح همہ حلال باشد وفرق کردن دف وغیران امریست غیر معقول ،،هـ،،

অর্থাৎ :—বিবাহ্ প্রকাশের উদ্দেশ্যে দুফ বাদ্য জায়েজ বা মোস্তাহাব, তবে ঢোলক তম্বুরা, ও নাক্কারা এবং অন্যান্য বাদ্যাদির মধ্যে কি পার্থক্য রহিয়াছে। মন্দ উদ্দেশ্যের জন্য সমস্তই হারাম এবং সৎ উদ্দেশ্যে সমস্তই হালাল হইবে। দুফ ও অন্যান্য বাদ্য যন্ত্রাদির মধ্যে কোনরূপ তারতম্য করা জ্ঞান শূন্য লোকদের ও অর্থহীন লোকদের কথা মাত্র।

مراج النبوت ص— ۵۱۷—ج۱

حکایت کرد از صحب تزکرہ کہ پرسیدہ شد امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وسفیان ثوری رضی اللہ عنہ از غنا پس گفتند هردو نیست غنا از کبا کرو



মধ্যে যাহাদের দোষ আছে তাহাদের কে খুব নরমিও নম্রতার সহিত আদর মোহব্বতে প্রবোধ দেবে,,।

فیصلہ هفت مسائل صف ۱۳

،،للعلامہ مولانا الحاج امداد اللہ تعالی مهاجر مکی علیہ الرحمہ وبرکاتہ ،،

کتاب بہجت الاسرار میں مزکور ہے کہ ایک وقت آپ (خواجہ ابو یعقوب همدانی قدس سرہ) سماع میں تھے علماء آئے اور اُن کو سماع سے منع کیا۔ شیخ صاحب کو اس سے غصہ آیا اور کہا اللہ تعالی تمہیں موت دے بس یہ کہنا تھا۔ کہتے هی وہ علماء اُسی وقت مرگئے اور شیخ ابو یعقوب همدانی اولیاء کاملین سے هوئے ،، ،،حقیقت السماع ترجمہ قرع الاسماع ،،

از مکتوبات شریف ء للعلامہ عبد الحق محدث الدهلوی علیہ الرحمہ وبرکاتہ

অর্থাৎ :—কেতাব বেহজাতুল আছরারের মধ্যে উল্লেখ আছে এক সময় হজরত খাজা আবু ইয়াকুব হামদানী কাদ্দাছা ছেররুহু বাদ্য বাদক এবং আল্লাহ্ তালার অপূর্ব প্রেমে বিভোর ও মগ্ন (মহিত) ছিলেন। হঠাৎ তাঁহার দেশের বহু আলেম উলামা এই বাদ্য যন্ত্রে বাজনা বাদকের বিরুদ্ধে তাঁহার গানের মহফিলের নিকট আসিয়া বাধা দিলে তিনি (খাজা সাহেব) খুবই (গোস্যা) হইলেন এবং দীর্ঘ

বাদ্য নৃত্য গোনাহে করিবা ছগীরার মধ্যে নহে। একটি সোন্দর ঘটনাও উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) সাহেবের প্রতিবেশী একজন লোক ছিল। প্রত্যেহ রজনীতে সে রাগ রাগিনীর সহিত গান বাদ্য নৃত্য করিত এবং ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) তাহা নিজ কানে শুনিতেন। একদা হঠাৎ রাত্রী কালে তাহার গানের আওয়াজ না শুনিয়া তাহার পরিবারকে জিজ্ঞাসা করিলেন অদ্য রজনীতে তাহার গানের আওয়াজ শুনিতেছিনা কেন? প্রতি উত্তরে তাহার বিবি বলিলেন অদ্য নিশিতে (আমার স্বামী) বাড়ী হইতে বাহিরে গিয়াছিলেন এবং চৌকিদার গণ তাহাকে ধরিয়া জেলে আবদ্ধ করিয়াছে ইহা শুনিয়া হজরত ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) তাহার নিজ পাগড়ী পরিধান পূর্বক হাকিমেব নিকট গিয়া উক্ত গায়কের খালাসীর জন্য আবেদন করায় হাকিম বলিলেন ইমাম সাহেব আপনার লোকটির নাম কি? তখন ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) বলিলেন আমার লোকটির নাম ওমর। হাকিমের অনুমতিক্রমে জেলখানা হইতে ওমর নামক গায়ক ব্যক্তিকে খালাস করিয়া আনিলেন, এবং ইমাম সাহেব বলিলেন "হে ওমর তুমি প্রত্যেক রজনীতে (পূর্বে) যেরূপ গান বাদ্য করিতে এখন ও অনুরূপ গান বাদ্য নৃত্য করিবে"।

বিঃ দ্রঃ—ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) হইতে ছামার বিরুদ্ধে যে সমস্ত প্রমানাদি বর্নিত রহিয়াছে উহা একমাত্র ঘৃণিত ও দোষিত গান বাদ্য বটে।

نقوز حنيفى (المفتى الاعظم) ،،مرشد الحيران الى احوال الانسان



نه از اسود صفائر و نقل کرده اند امام ابو حنيفه را همسايه بود که هر شب بر ميخواست و تغنى ميکرد وامام گوش ميداشت بر تغنى او نشنيد شبى آواز اورا پس پرسيد امام از اهل وي که چه شد امشب که نشنيده نشود آواز وى گفتند که بيرون آمده بود وى امشب پس گرفتند و در زندان کردند پس گرفتند و در زندان کردند پس پوشيد امام عمامهٔ خود را و برفت نزد امير و شفاعت کرد اورا و خلاص کردانيد و پرسيد امير که نام او چيست گفتند عمر پس برآورد ندا ان هر کراه که نام عمر بود و گفت امام بان سر دکه بان کرد با نچه ميکردي هر شب وچون گوش داشت امام ابو حنيفه رضى الله تعالى عنه بغناوي ونهى نکرد اورا دلالت کرد برا باحت تغنى نزدوى واستماع وي هر شب بان ورع وتقوى که وى داشت حمل نمي توان کرد مگر برا باحت پس آنچه وارد شده ازوى بر خلاف آن حمل کرده شود بر غنا ئيکه مقترن بفحش است ،،اهـ

( মাদারেজুন্নবুয়ত ৫১৭ পৃষ্ঠা )

অর্থাৎ:—"কেতাবে তাজকেরায়" লেখক বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) ও ছফিয়ান ছুরী (রাঃ) কে গান বাদ্য সম্বন্দে জিজ্ঞাসা করা হইলে উত্তরে তাঁহারা বলিলেন গান

فتاوی شامی صف ۳۰۷—ج ۵

الدر المختار علی رد المحتار

اَنَّ اٰلَةَ اللَّهْوِ لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً لِعَيْنِهَا بَلْ لِقَصْدِ
اللَّهْوِ مِنْهَا اِمَّا مِنْ سَامِعِهَا اَوْ مِنَ الْمُشْتَغِلِ بِهَا وَبِهٖ
تُشْعِرُ الْاَضَافَةُ اَلَا تَرٰى اَنَّ ضَرْبَ تِلْكَ الْاٰلَةِ بِعَيْنِهَا حَلَّ
تَارَةً وَحَرُمَ اُخْرٰى بِاخْتِلَافِ النِّيَّةِ بِسَمَاعِهَا وَالْاُمُوْرُ
بِمَقَاصِدِهَا وَفِيْهِ دَلِيْلٌ لِسَادَاتِنَا الصُّوْفِيَّةِ الَّذِيْنَ
يَقْصِدُوْنَ بِسَمَاعِهَا اُمُوْرَهُمْ اَعْلَمْ بِهَا فَلَا يُبَادِرُ
الْمُعْتَرِضُ بِالْاِنْكَارِ لِاَنَّهُ لَا يُحْرَمُ بَرَكَتَهُمْ فَاِنَّهُمُ السَّادَةُ
الْاَخْيَارُ اَمَدَّنَا اللّٰهُ تَعَالٰى بِاَمْدَادَاتِهِمْ وَاَمَدَّ
عَلَيْنَا مِنْ صَالِحِ دَعَوَاتِهِمْ وَبَرَكَاتِهِمْ ،،

অর্থাৎ :— "নিশ্চয়ই বাদ্য যন্ত্রাদি আসলে হারাম নহে। বরং অসৎ উদ্দেশ্যে বাদ্য যন্ত্রাদি শ্রোতাও বাদকগণের দ্বারাই হারাম হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা বুঝা যায়—যে বাদ্য যন্ত্রাদি হালাল



অথবা হারাম বিষয়) শ্রোতা ও বাদকের সহিত সম্বন্ধ রাখে। তোমরা কি দেখনা যে বাদ্য যন্ত্রাদি বাজান এবং উহা শ্রবণ করা নিয়ত বা উদ্দেশ্যের পার্থক্যতার কারণই একবার হালাল দ্বিতীয় বার হারাম হইয়াছে। এবং সকল কার্য্যই নিয়ত বা উদ্দেশ্যের উপরই নির্ভর করিয়া হইয়া থাকে। ইহাতে আমাদের প্রভু ছুফীগণের বাদ্য যন্ত্রাদি হালাল হইবার দলিল—বিদ্যমান রহিয়াছে। যাহারা উক্ত কার্য্যে মননিবেশ করেন তাহারা (ছুফীগণ) উহার অর্থাৎ বাদ্য যন্ত্রাদির হালাল এবং হারাম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞাত আছেন। অতএব (ছুফীগণ কৃত বাদ্য মন্ত্রাদির) আপত্তিকারীগণ সাধারণ। অবজ্ঞার সহিত অগ্রসর হইতে কখনও সাহসী হইবে না, যেহেতু তাহাদের (ছুফীদের) বারাকাত হইতে যেন বঞ্চিত না হয়। কেননা তাহারা শ্রেষ্ঠতম পথ প্রদর্শক। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তাঁহাদের ইজ্জতে ও সাহায্য করুণ। এবং তাহাদের পূর্ণময় আহ্বান ও তাহাদের প্রতি প্রদত্ত রহমত আমাদের প্রতি পুনঃ পুনঃ ও বার বার অবতীর্ণ করুণ।„ (আমিন আমিন, ছুম্মা আমিন, বায়াদাল আমিন)"
(ফতোয়ায়েশামী (৫) পঞ্চম খণ্ড ৩০৭ পৃঃ)

حررہ الراجی غفور ربہ القوي الاحقر الا فقیر
حقیر محمد سلطان احمد غفرلہ اللہ و الدیتہ رامغوری
المستهر بالطاهر رامغوری سنی حنفی چشتی القادری

باب ادب السماع (৩৫)

مقود الدیہ فی تنقیح الفتاوي الحامدیۃ
فمن جزیم والتکفیر فقد اخطاء فیما قال ووقع فی

الكفرو الضلال والمستحق العقوبة والنكال نسئل
الله تعالى بمنه وكرمه آمين ثم آمين بعد الآمين

অর্থাৎ :—যে সমস্ত আলেমগণ ভাল মন্দের বিচার না করিয়া ত্বরিকত পন্থী ছুফীগণের রূহের খোরাকী ছামা বা গান বাজনা শ্রবণ করাকে না জায়েজ, হারাম এবং কুফুরী বলিয়া মনে প্রাণে ধারণা করিয়া বসিয়াছেন তাহারা তাহাদের এই—ভ্রান্ত মূলক ধারণায় পথ ভ্রষ্ঠ হইয়া ( গুমরাহ হইয়া ) স্বয়ং কুফুরীতে পৌঁছয়াছেন। তাহাদেরকে শরীয়তের মুফতী, কাজীর বিচারে ও আইনানুযায়ী—সাজা দিবে লাঞ্ছিত এবং অপমানীত করিবে।"

উকুদুদ্দোররীয়া ফি তানকীছিল ফতোয়ায়ে হামেদীয়া দ্রষ্টব্য

حرره الراجى عفو ربه القوى الاحقر الاذ قر
فقير حقير ابو طاهر محمد سلطان احمد غفر له
الله الوالديس رامفوري سني حنفى چستى
القادري نقشبندى مجددي متوطن رامفوى
دالخانه شهوري ضلع لهلا *

—: সমাপ্ত :—

হাদিয়া : দুই টাকা

---

মুদ্রণে :—শিলালিপি মুদ্রায়ণ
৪৫/৩, রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা-৩ ফোন : ২৮১৯১৭